হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে

টাস্ ফিল্মসের

অভিসারিকা

টাস্ ফিল্মসের ৪-র্থ নিবেদন

অভিসারিকা

প্রযোজনা • তারা বর্মণ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা • কমল মজুমদার

সঙ্গীত • রবীন চ্যাটার্জী

সর্বাধ্যক্ষ	শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	সম্পাদনা	কমল গাঙ্গুলী
চিত্রশিল্পী	দীনেন গুপ্ত	পটশিল্পী	কবি দাশগুপ্ত
শব্দ-যন্ত্রী	অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য) শচীন চক্রবর্ত্তী (বহির্দৃশ্য)	সাজ-সজ্জা	দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
		কর্মসচিব	কৈলাস বাগচী
	শ্যামসুন্দর ঘোষ (সঙ্গীতানুলেখন ও পুনর্শব্দযোজনা)	প্রধান সহ পরিচালনা	বিমল ব্যানার্জী
শিল্প নির্দেশক	সুনীতি মিত্র	পরিচয়-লিখন	দিগেন ষ্টুডিও
রূপসজ্জা	প্রাণানন্দ গোস্বামী মহম্মদ বসির, শৈলেন গাঙ্গুলী	স্থির চিত্র	এড্না লরেঞ্জ
গীতিকার	শ্যামল গুপ্ত	সঙ্গীত অনুসৃতি	সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারীবৃন্দ ★

পরিচালনায় : রঞ্জন মজুমদার ও অলক মজুমদার • চিত্রশিল্পে : সুনীল চক্রবর্ত্তী • শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর (বুমম্যান), জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় (সঙ্গীত ও পুনর্শব্দযোজনা) • শিল্পনির্দেশে : সূর্য চট্টোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব ঘোষ • সম্পাদনায় : প্রতুল রায় চৌধুরী • সঙ্গীতে : হিমাংশু বিশ্বাস রূপসজ্জায় : পরেশ সাহা, ভীম নস্কর • সাজসজ্জায় : কার্ত্তিক সাহা, বিশ্বনাথ দাস • ব্যবস্থাপনায় : সুধীর রায় ও পরেশ বসাক • আলোক সম্পাতে : দুলাল শীল, শম্ভু ব্যানার্জী, হরিপদ হাইত, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত, জগু সিং

★ নেপথ্য কণ্ঠ ★

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

●

অন্তর্দৃশ্য চিত্রগ্রহণ ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি

আর. সি. এ শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত ও

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : টাস্ পিক্চার্স

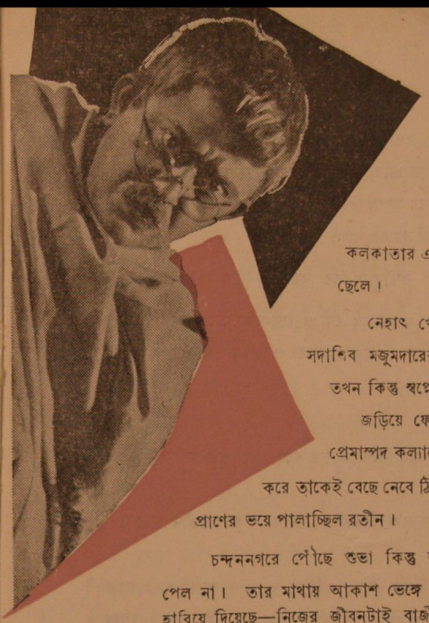

কাহিনী

রতীন চৌধুরী, পৃথিবীতে একা। দু-একজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আপন বলতে আর কেউ নেই। কলকাতার এক সাধারণ প্রেসের প্রুফ্ রিডার—প্রাণ খোলা, ফুর্তিবাজ ছেলে।

নেহাৎ খেলার ছলে বন্ধুর সঙ্গে বাজী ধরে একদিন কোন এক সদাশিব মজুমদারের মেয়ে শুভার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল সে; তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি যে, এমনভাবে নিজেকে শুভার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে—কল্পনাও করেনি যে, নববধূ বেশে শুভা, তার প্রেমাস্পদ কল্যাণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সঙ্গী হিসেবে অন্ধকারে ভুল করে তাকেই বেছে নেবে ঠিক সেই সময়ে, যখন একদল ছেলের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিল রতীন।

চন্দননগরে পৌঁছে শুভা কিন্তু তার পরমপ্রিয় কল্যাণ রায়কে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখ্তে পেল না। তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। রতীন বুঝল, এ মেয়ে বাজীর খেলায় তাকেও হারিয়ে দিয়েছে—নিজের জীবনটাই বাজী রেখে বিয়ের বাসর ছেড়ে ছুটে এসেছে এতদূরে, একে নিছক সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, তাই সে লেগে গেল কল্যাণ রায়ের খোঁজে।

শেষ কালে কল্যাণ রায়ের বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল নবদ্বীপে। শুভা ও রতীন নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ছুটল সেখানে। নবদ্বীপে গিয়ে রতীন খুঁজে বের করল কল্যাণের বাড়ী। কিন্তু সেখানে কল্যাণকে পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল তার স্ত্রী ও ছেলেকে। স্তম্ভিত হয়ে গেল রতীন!

শুভাকে কেমন করে সে এ সংবাদ দেবে! শুভাকে কেমন করে জানাবে যে, যার জন্যে সে নিজের বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে চলে এসেছে, সে বিবাহিত—তার ছেলে আছে, বৌ আছে।

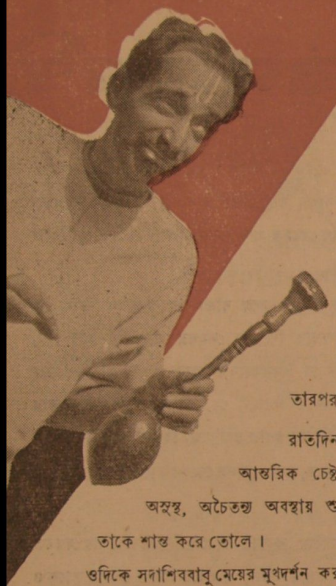

রতীন এ সংবাদ চেপে গিয়ে শুভাকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু শুভা রতীনের সৎপরামর্শে সন্দেহ প্রকাশ করে নিজেই গেল কল্যাণ রায়ের বাড়ী।

রতীন যা ভয় করেছিল ঠিক তাই হল।

কল্যাণের বৌ ও ছেলেকে দেখে শুভা প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেল ও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হ'য়ে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর···

রাতদিন চলল অসুস্থ শুভাকে সুস্থ করে তোলবার জন্য রতীনের আন্তরিক চেষ্টা।

অসুস্থ, অচৈতন্য অবস্থায় শুভা প্রলাপ বকে, বিভীষিকা দেখে— আর রতীন প্রাণপণে তাকে শান্ত করে তোলে।

ওদিকে সদাশিববাবু মেয়ের মুখদর্শন করবেন না এমন একটা প্রতিজ্ঞা করলেও শুভার দাদা জয়ন্ত কিন্তু ততটা নির্লিপ্ত থাকতে পারে নি, স্ত্রী অমিয়ার পরামর্শে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল যে, শুভার সন্ধান যে দিতে পারবে তাকে নগদ দুহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে রতীনের চিঠি আসে, শুভা মরণাপন্ন। এ সংবাদ পেয়ে জয়ন্ত ও অমিয়া বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সদাশিববাবুকে না জানিয়ে নবদ্বীপের উদ্দেশে রওনা হয়।

ডাক্তরের পরামর্শে এবং উপায়ন্তর না দেখে রতীন জয়ন্তকে চিঠি দিয়েছিল কিন্তু তার অক্লান্ত যত্ন ও সেবায় শুভা শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠল।

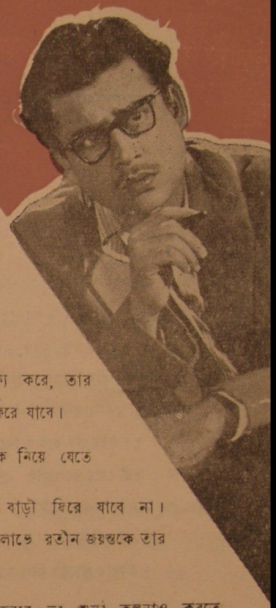

শুভা তার অতীতের অভিশপ্ত দিনগুলির কথা ভাবে। মনে করে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দময় এ পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই, সে ভীষণ অন্যায় করেছে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাই এক অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে আর এক অন্যায়ের দিকে এগিয়ে যায় ভ্রান্ত শুভা।

কিন্তু রতীন সেই চরম মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর একটি ভুল করার হাত থেকে শুভাকে বাঁচায়।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শুভা!—তার মরাও হল না!

শুভার সান্নিধ্যে রতীন নিজেকে দুর্ব্বল মনে করে, সে লক্ষ্য করে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় শুভাও দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, তাই সে স্থির করে ফিরে যাবে।

এমনি একটি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে জয়ন্ত ও অমিয়া শুভাকে নিয়ে যেতে আসে।

শুভা তার দাদাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে আর সে বাড়ী ফিরে যাবে না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন তার মনে হয় যে মাত্র দুহাজার টাকার লোভে রতীন জয়ন্তকে তার সংবাদ দিয়েছে তখন বিষিয়ে ওঠে তার সমস্ত মন।—

যাকে সে সব কিছুই দিতে চেয়েছিল সে যে এমন করবে তা শুভা কল্পনাও করতে পারে নি। রতীনকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই শুভা চলে গেল তার দাদার সঙ্গে।

যাবার কথা ছিল রতীনের, কিন্তু তাকে ভুল বুঝে চলে গেল শুভা।

আবার একটি ভুল করল সে!

রতীন আগের মতই থেকে গেল একা·····

?

তাই কী!!

সঙ্গীতাংশ

(১)

এ পথ ফুরাবে কোন্ প্রান্তে !
সোনালী আলোর ওই হাসি ছড়ানো
ভোরের আকাশ যদি জানতে ।
সাগর-পিয়াসী নদী কোথা যাও,
কার ডাকে ঢেউ তুলে সাড়া দাও,
আমার ঠিকানা কোন কিনারে
সে খবর যদি বয়ে আনতে ।
সোনার এ তরী বেয়ে চলে যাই
আর শুধু মনে মনে বলে যাই
এই স্মৃতিটুকু যেন পারি গো
আমার পাথেয় বলে মানতে ।

(২)

বাসর আমার হোলো আজ খেলাঘর
মিলনের ডোর করেছে আমায় পর ।

আলো নেই দীপে রয়েছে আগুন,
ব্যথায় ভরেছে প্রথম ফাগুন,
দখিন হাওয়ায় এনেছে এ কোন্ ঝড় ।

বুকে নিয়ে তার স্বপনের ভাঙ্গা-বীণ,
এলো কি এবার নিজেরে চেনার দিন ।

হোলোই যখন ক্ষতি যা হবার
ভুলের হিসাব কেন করি আর
যেতে হবে যদি কেন খুঁজি অবসর ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের
কণ্ঠে গান দু'টি GE 30520 কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনুন

অভিসারিকা

রূপায়ণে

সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার

অসিতবরণ, ভারতী দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী (বড়) জহর রায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, তপতী, ডি. জি, অমর মল্লিক, হরিমোহন বসু, নৃপতি চ্যাটার্জী, মণি শ্রীমানী প্রীতি মজুমদার, সমরকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অমূল্য সান্যাল নিভাননী, আশা, মাঃ শ্যামল

মিন্টু দাশগুপ্ত, শৈলেন ভট্টাঃ, মিন্টু চক্রঃ, উজ্জ্বল বন্দ্যোঃ, শ্যামল ঘোষ, ভোলা ভট্টাঃ, তারাপদ গঙ্গোঃ, সুধীর রায়, বলাই মুখোঃ, তপন চট্টোঃ, ভানু চট্টোঃ, অজিত পাত্র, সলিল ঘোষ, সুশান্ত চৌধুরী, বিমল ব্যানার্জী, সলিল বসু, অনিল ভৌমিক, বেনু দাস, বিদ্যুৎ কর, শিবু দত্ত, কল্যাণ বসু, উপমন্যু বন্দ্যোঃ, শান্তি সাহা, অমর রায় গুপ্ত, হরেণ ভৌমিক, অনিতা দত্ত, শিখা, সীমা, রুবি মিত্র, ও আরও অনেকে

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ● আসাম বেঙ্গল রিভার সার্ভিস, ● দেবেন্দ্রনাথ পাল য়্যাণ্ড কোং রঞ্জিত ভ্যারাইটি ষ্টোর্স, ● দত্ত য়্যাণ্ড কোং, ● ভবানী সেন (ত্রিবেণী) রাখাল তালুকদার (নবদ্বীপ) ● প্রমোদ লাহিড়ী ● নেপাল দত্ত

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

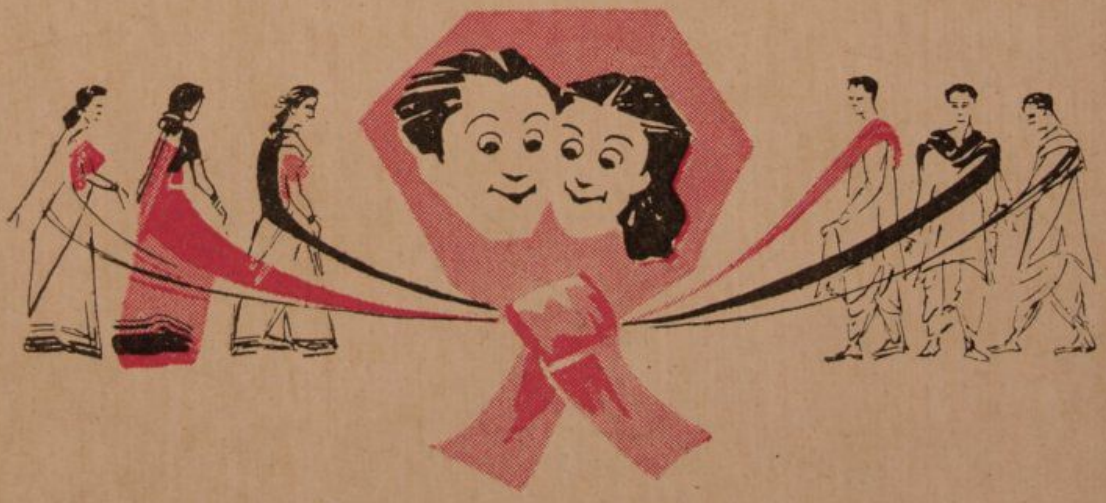

অলঙ্করণ : নির্মল রায় ● মুদ্রণ : নবশক্তি প্রেস, কলিকাতা-১৪